যুগান্তর

তারিখ ... 10 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৩ ...

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের নতুন প্রক্রিয়া বিতর্কিত হবে না তো?

বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডোনেশন গ্রহণ, পক্ষপাতিত্ব, কমিটির প্রভাবশালী সদস্যের কারণে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নগামী হচ্ছে। এ অবস্থা অবসানের লক্ষ্যে সরকার ৮০ নম্বরের লিখিত এবং ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ সম্পূর্ণ নির্ভেজাল নাও হতে পারে। তাছাড়া হাইকোর্ট কর্তৃক স্থগিতাদেশের কারণে এ প্রক্রিয়ায় নিয়োগদানও বন্ধ। বাংলাদেশের সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। আর মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা সরকারি কর্মকমিশন/বেসরকারি কর্মকমিশন গঠন করে মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের অধীন সারাদেশে একই সময়ে একই প্রশ্নপত্রে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা জেলা প্রশাসক সমন্বয়ে গঠিত নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে গ্রহণ করে নিয়োগের জন্য যোগ্য শিক্ষকের প্যানেল তৈরি করা। বছরে কমপক্ষে একবার নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে প্যানেল তৈরি করা। উত্তরপত্রে কোন পরীক্ষার্থীর নাম-ঠিকানা ব্যবহার না করে গোপনীয় কোড নম্বর ব্যবহার করা। বেসরকারি শিক্ষকদের বদলি (প্রয়োজনে স্বেচ্ছামূলক বদলি) সহ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করা। অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটির চাপে প্রধান শিক্ষক কোন শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না। ফলে স্থানীয় শিক্ষক, প্রভাবশালী শিক্ষক ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিকারী শিক্ষক কর্তৃক অনিয়ম দেখা দেয়। আবার কমিটির বিরাগভাজন হলে মেধাবী শিক্ষকও সামান্য ইস্যুতে চাকরিচ্যুত বা অপদস্থ হন। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও প্রতিষ্ঠান প্রধান থেকে মাসিক রিপোর্ট যাতে শিক্ষকদের আগমন-প্রস্থান, যথাযথ পাঠদান বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বর্তমানে সরকার ৯০% বেতন প্রদান করে। কমিটির আর্থিক অনুদান থাকে না বললেই চলে। তারপরও কমিটি যেন কোন বিষয়ে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

মোঃ আরশাদ উল্ল্যাহ
বাগুগড্ডা, বাগুড়পা, আদর্শ সদর, কুমিল্লা